بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
*Press & Media Office*

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**
**০৭ অক্টোবর ২০২১**

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কানাডা

## এক গুচ্ছ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

২ অক্টোবর ২০২১, কানাডার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ছাত্ররা টোরন্টোর পীস ভিলেজের আইওয়ানে তাহের হলে সমবেত ছিলেন।

দোয়া দিয়ে শুরু করে হুযূর আকদাস এক এক করে প্রত্যেক আমেলা সদস্যের সাথে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কথা বলেন, আর তারা তাদের বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের একটি রিপোর্ট পেশ করে হুযূর আকদাসের নিকট দিক-নির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ পান।

সভায়, বৈবাহিক বিষয়ে সহযোগিতার দায়িত্বে নিয়োজিত অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি তরবিয়তের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলে

**"খোদ্দাম সদস্যদের আরো অধিক ধৈর্য ধারণের বিষয়ে কিছু প্রশিক্ষণ দিন। এটিও তরবিয়তের অংশ। ... মানুষ পার্থিব বিষয়াদিতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আর তাই তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন এবং অনবহিত। তারা অন্যের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করতে চান, কিন্তু নিজেরা অন্যদের অধিকার প্রদান করতে ইচ্ছুক নন। (বিয়ের সম্পর্কের মাঝে) নারীও পুরুষের অধিকার পূরণ করেন না, আর পুরুষও নারীকে তার অধিকার প্রদান করেন না। তারা উভয়ে স্বার্থপর এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন, যেখানে তারা অপরপক্ষের উপর নিজেদের অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এটি একটি অত্যন্ত মন্দ বিষয়ে যা ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়েছে।"**

ইসলামের বাণী প্রচার (তবলীগ)-এর কার্যকর অভিযান কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, এ বিষয়েও হুযূর আকদাস বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মোহতামীম তবলীগের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস ইসলামের বাণী প্রচারের সময় যথোপযুক্ত পদ্ধতি ও মাধ্যম অবলম্বনে গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"মানুষকে খোদা তা'লার দিকে ডাকার ক্ষেত্রে, আপনাদের বর্তমান পদ্ধতি ও কৌশলগুলোর দিকে দৃষ্টি দিন, আর যদি সেগুলো যথেষ্ট ভাল ফলাফল প্রদান না করে থাকে তাহলে আপনাদেরকে আপনাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। (ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের) যুদ্ধগুলো সম্পর্কে যে ঘটনাগুলো আমি আজকাল বর্ণনা করছি, সেখানে আপনারা লক্ষ করে থাকবেন যে, যখনই কোন সেনাপ্রধানের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কোন একটি বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়, তখন তিনি কৌশল পরিবর্তন করেন এবং ভিন্ন কোন কৌশল অবলম্বন করেন যার মাধ্যমে উৎকৃষ্টতর ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। অবশ্য, আমরা কোন বাহ্যিক যুদ্ধ পরিচালনা করছি না, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা ও বাণী প্রচারের লড়াইও এ দাবী করে যে, আমরা যেন অবস্থা অনুযায়ী কৌশল পরিবর্তনের যোগ্যতা রাখি। অপরপক্ষে, যদি আপনারা যথাযথ ফলাফল না পেয়ে থাকেন আর যদি আপনারা একে সফল কৌশল বলে মনে না করেন, তবে আমাদের ওপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, আমরা কেবল গৎবাঁধাভাবে পূর্বের কৌশলেই অগ্রসর হতে থাকবো।"**

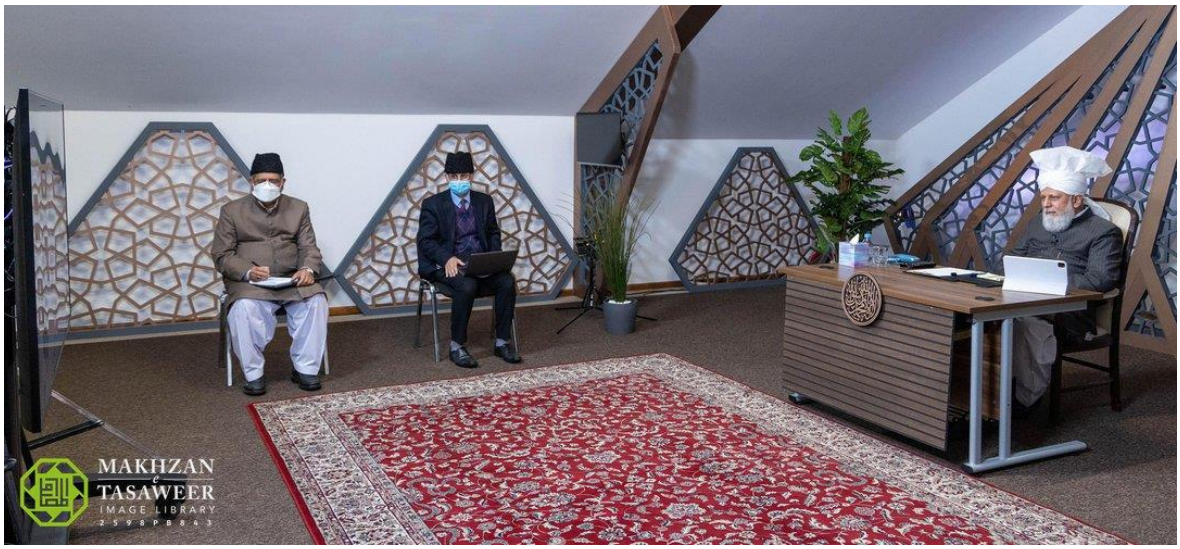

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"বরং, আপনাদের উচিত হবে নিত্যনতুন এবং অভিনব পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা, যেন আপনারা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন নতুন মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে মানুষের কাছে তবলীগ করার সর্বোত্তম উপায় কোনটি এবং কীভাবে তাদের সঙ্গে আপনারা মিলিত হতে পারেন আর তাদেরকে (ইসলামের সত্যতার বিষয়ে) সন্তুষ্ট করতে পারেন।"**

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, সাধারণভাবে জনগণের উদ্দেশ্যে তবলীগ করার পাশাপাশি, বিশেষ (কোনো) জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের চাহিদা ও আগ্রহের দাবি পূরণ করার জন্য বিশেষ (ধরনের) দলসমূহ গঠন করা প্রয়োজন।

কিছু মানুষের মধ্যে জনসমক্ষে তবলীগ করার বিষয়ে দ্বিধা বা আড়ষ্টতা কাজ করে। এ বিষয়টিকে উদ্দেশ্য করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন, আর যত বেশি সম্ভব মানুষকে (ইসলামের বাণী প্রচারের) এ প্রয়াসে সংযুক্ত করুন। খোদ্দাম সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলুন যে, যদিও আপনারা আনুষ্ঠানিকভাবে তবলিগী কাজের সাথে যুক্ত নন, তবুও আপনারা অন্ততপক্ষে আমাদের জামা'তের বাইরে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারেন। তাদের দ্বারা নিজেরা প্রভাবিত হয়ে পড়বেন না, বরং আপনাদের তাদেরকে বলতে হবে ধর্মবিশ্বাস কী এবং ইসলাম কী। এভাবে অনেক মানুষ এই কাজে আপনাদের সহায়তা করবেন যারা অন্যথায় তবলীগের কাজে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন।"**

কানাডার যুবকদের নৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ন্যাশনাল সেক্রেটারি (মোহতামীম) এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস দৈনিক পাঁচ বেলার নামায এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকে 'মৌলিক' বলে অভিহিত করেন; আর এ বিষয় নিশ্চিত করতে মনোনিবেশের ওপর জোর দেন যে, খোদ্দাম সদস্যরা যেন এ বিষয়ে নিয়মিত হয়ে যান।